যুগান্তর

তারিখ 18 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# জোয়ার-ভাটার স্কুল

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের বহু প্রাইমারি স্কুলের অবস্থা বেহাল। জরাজীর্ণ ঘর, নড়বড়ে চেয়ারটেবিল, ভাঙা বেঞ্চ, স্যাঁতসেঁতে মেঝে, হাদ দিয়া পানি পড়া, ভাঙা বেড়া, বেঞ্চের বদলে মেঝেতে চাটাই বা ছালা বিছাইয়া ক্লাস নেওয়া এমন চিত্র প্রায়ই চোখে পড়ে। কোন কোন স্কুলের ভবন পর্যন্ত নাই। গাছতলায় বসিয়া ক্লাস চলে। শিক্ষকের সংখ্যাও অপ্রতুল। এমনও অনেক স্কুল রহিয়াছে, যেইখানে একজন শিক্ষকই সকল শ্রেণীর ক্লাস নেন। ইহা ছাড়া রহিয়াছে প্রক্সি শিক্ষক। টাকার বিনিময়ে তাহারা প্রক্সি দেন। যুগান্তরের ভোলা প্রতিনিধির এক রিপোর্টে জানা যায়, শহরতলির ৫০ নং কাশীকীর্তি সরকারি প্রাইমারি স্কুল হইতে অর্ধকিলোমিটার দূরে মেঘনার ভাঙনে মূল বেড়িবাঁধ ভাঙিয়া গেলে প্রতিদিন জোয়ারের পানিতে স্কুলটি প্লাবিত হয়। এমনকি তিন-চার ফুট পানিও উঠে। বাধ্য হইয়া শিক্ষকরা জোয়ার আসিলেই স্কুল ছুটি দিয়া দেন। এই কারণে অনেক শিশু স্কুলে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিরও একই চিত্র। বিদ্যালয়টি রহিয়াছে নদী ভাঙনের হুমকির মুখে। জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যালয়টি সরাইয়া লওয়া প্রয়োজন। ডিপেন্ড পলিটিক্সের কারণে উহা সম্ভব হইতেছে না। ভোলার বিভিন্ন চর এলাকায় আরও কয়েকটি স্কুল জোয়ার-ভাটার স্কুলে পরিণত হইয়াছে। দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপআউটের প্রবণতা এমনিতেই বেশি। সমস্যাপূর্ণ স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ড্রপআউটের হারও বাড়িবে। বিগত সরকারগুলির আমলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উন্নত করার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ লওয়া হয় নাই। স্বাধীনতার পর হইতে গঠিত ছয়টি শিক্ষা কমিশনেই প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে বেশ কিছু সুপারিশ করা হইয়াছে। অদ্যাবধি উহা বাস্তবায়ন করা হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরে স্তরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে দুর্নীতির ঘুণ পোকা। ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা— এই নীতি ঘোষিত হইলেও গত ১২ বৎসরে নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারের আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সরকারি অনুদানের অভাবে বহু বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্কুলের অনুমোদন আর অনুদানের জন্য থানা শিক্ষা অফিস হইতে শুরু করিয়া মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরের নিকট সংশ্লিষ্টদের কেবল ধরনা দিতে হয়। ঘুষ ছাড়া কোন ফাইল নড়িতে চাহে না। দুর্নীতি বন্ধের পাশাপাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সার্বিক উন্নয়ন জরুরি। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হইলে শিক্ষার্থীজীবনের কোন পর্যায়েই ঠেকিতে হয় না। ইহার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে জীবনব্যাপী। ভোলার সমস্যাসংকুল প্রাইমারি স্কুলগুলিকে অতিসত্বর স্থানান্তর করা হউক। ওই সকল স্কুলের কোমলমতি শিশুরা কর্তৃপক্ষের নিকট স্কুল বাঁচাইবার আবেদন জানাইয়াছে। আমরা এই বিষয়ে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।